এই পরিষেবা মূলত কৃষি, স্বাস্থ্য, পরিবেশ, বাস্তুবিদ্যা বিষয়ক মুদ্রণযোগ্য মাসিক তথ্য পরিষেবা। পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, ত্রিপুরা, বাংলাদেশ সহ বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চলের দুই শতাধিক পত্রপত্রিকা এই তথ্য প্রকাশ করে। বার্ষিক চাঁদা দিয়ে গবেষক, ছাত্র, সাংবাদিক, স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা সহ আগ্রহীরা গ্রাহক হতে পারেন।

# সংবাদ পরিষেবা

জুলাই ২০১২

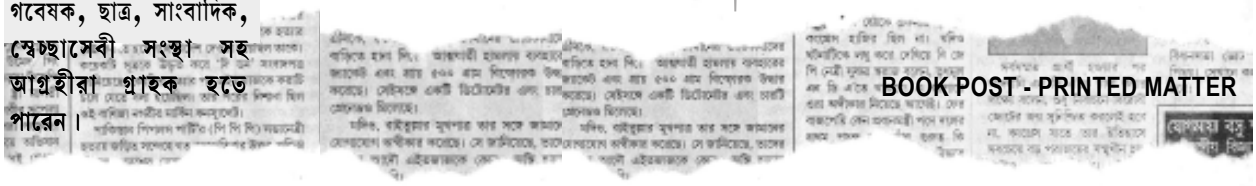

BOOK POST - PRINTED MATTER

## কী: !

১৮/০১

জলবায়ু বদলের বিপদ কি অতিরঞ্জন? পৃথিবীতে এমনও বলছে কেউ কেউ। আর জলবায়ু বদল নিয়ে এই বিপক্ষ-কথার প্রচারে নেমেছে দিল্লির লিবার্টি ইনস্টিটিউট ও বিশ্ব প্রেক্ষিতে ফ্রিডরিশ ন্যুমান স্টিফটুং-ফুয়ের ডি ফ্রাই হিট। তারা ভারতেও সভা করেছে। যোগাযোগ : দূরভাষ ২৫০৭ ৯২১৪, ই মেল info@libertyindia.org, ওয়েবসাইট www.libertyindia.org.

## জলবায়ুর বাক্য

১৮/০২

জলবায়ু বদলের পক্ষে-বিপক্ষে আলোচনাসভা। আলোচনাসভা কলকাতায়। আলোচনাসভা কলকাতার গোখলে রোডের ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ ইঞ্জিনিয়ার্সে। আলোচনাসভার তারিখ ২১ এপ্রিল ২০১২। শীর্ষক 'জলবায়ু পরিবর্তন আমরা কেন আতঙ্কিত? আমাদের প্রস্তুতির পথ কী'!

কথা বলেছেন পরিবেশবিদ মোহিত রায়, বিকল্প-শক্তি বিশারদ সুজয় বসু, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাগরবিজ্ঞান-কেন্দ্রের অধ্যাপক গৌতম সেন ও মীনাক্ষী চট্টোপাধ্যায়, আবহাওয়া দফতরের পূর্বতন পদস্থ অঞ্জন সেনশর্মা ও আরো অনেকে। এছাড়াও ছিল কলকাতার আঞ্চলিক আবহাওয়া কেন্দ্রের অধিকর্তা গোকুল দেবনাথের মূল্যবান সংযোজন। সভার আয়োজক দিল্লির লিবার্টি ইনস্টিটিউট,সঙ্গে কলকাতার উৎস মানুষ পত্র।

## কী বলছেন ? ?

১৮/০৩

হিমবাহ বাড়ছে। বাড়ছে হিমালয়ের কারাকোরাম শ্রেণির। সেখানে হিমবাহ বেড়েছে ১৯৯৯-২০০৮ এই দশ বছরে। এই বাড়ার গড় বছরে ০.৩৬ ফুট থেকে ০.৭২ ফুট। এটা এক গবেষণাফল। গবেষকরা ফরাসি গ্রোনোবেল বিশ্ববিদ্যালয়ের। গবেষণাফল বেরিয়েছে নেচার-এর নেচারজিও সায়েন্স পত্রে। গবেষকরা আরো বলেছে যে, কারাকারোম হিমবাহের সাগরতল বৃদ্ধিতে ভূমিকা বেশ কম। অথচ উষ্ণায়নের ফলে হিমবাহ, পাহাড়চুড়ো ও বরফ গলে নাকি সমুদ্রতল বাড়াচ্ছে। আগেও কারাকোরাম নিয়ে গবেষণা হয়েছিল।সেই তথ্য বলছে, কারাকোরামের হিমবাহ নাকি গত তিন দশকে তেমন গলেনি।

## থরহরিয়ানা !

১৮/০৪

গুরগাঁও-এর জলতল নামছে। গুরগাঁও হরিয়ানায়। এমন বলছে সিএসই। সিএসই মানে সেন্টার ফল সায়েন্স অ্যান্ড এনভায়রনমেন্ট।

সিএসই এখানে সমীক্ষা করেছে। সিএসই-র সমীক্ষা বলছে গুরগাঁও-এ জলতল ফি বছর ১.২ মিটার করে নামছে। ২০০৬-এ গুরগাঁও-এর জলতল ৫১ মিটার নেমেছিল। কেন্দ্রীয় ভূজল-পর্ষদ বলছে এই জলতল ২০০ মিটার পৌঁছোলেই গুরগাঁও-

এ আর জল থাকবে না। সরকার-নাগরিক-এনজিও সবাই মিলে আলোচনা চলছে সুরাহা বের করার জন্য।

**আJOB!** ১৮/০৫

এমজিএনআরইজিএ-তে কাজ পাওয়া শ্রমিকদের ইউনিয়ন। এই ইউনিয়ন হয়েছে গুজরাটে। এই ইউনিয়ন হয়েছে গুজরাটের দাহোড়ে। এই ইউনিয়নের নাম রাষ্ট্রীয় রোজগার খেত্রী কামদারেনু কায়দা ইউনিয়ন। এই ইউনিয়ন ওখানে তছরূপ, নকল জব কার্ড, মাস্টার রোল ও নকল ডাক আমানতের তথ্য জনসমক্ষে এনেছে। এই ইউনিয়ন খবর পেয়েছে ৪.১৮ কোটি এনআরইজিএ-র টাকা আত্মসাৎ হয়েছে। ফলে বিভিন্ন আধিকারিক, সহ-পোস্টমাস্টার ও পঞ্চায়েত স্তরের কর্মী মিলিয়ে দোষী সাব্যস্ত ৪৮ জন। এই কাজের পেছনে আছে দিশা নামের এনজিও। এই এনজিও এখানে বনাধিকার নিয়ে কাজ করে। এই ইউনিয়ন এবার পঞ্চায়েত ভোটে প্রার্থী দিয়েছে। এবার এই ইউনিয়নের ২৭জন সরপঞ্চ জিতেছে।

**আসামীর কথা** ১৮/০৬

আসামের জলাভূমি বিপন্ন। আশু তৎপর না হলে জলাভূমি যাবে, সংলগ্ন বসতির বিষম বিপদ হবে। এইসব বলছে পরিবেশবিদরা। পরিবেশবিদরা এখানে বহুদিন সমীক্ষা চালিয়েছে। পরিবেশবিদদের অনেকে বলছে, সরকার দশকের পর দশক অবহেলা করেছে, ফলে অনেক জলাভূমি নষ্ট হয়েছে বা এমন অবস্থা, যে আর ফেরানো যাবে না। তাঁদের প্রস্তাব, এই জলাভূমি উদ্ধারের চটজলদি পদক্ষেপ নিতে হবে। জলাভূমিকে বাঁচাতে হবে দখল, দূষণ ও পলি পড়া থেকে।

**পেঙ্গুইননননন** ১৮/০৭

কুমেরুতে পেঙ্গুইন বাড়ছে। বাড়ার পরিমাণ, আগে যা ভাবা হয়েছিল তার ঢের বেশি। এইসব বলছে ব্রিটিশ অ্যান্টার্কটিক সার্ভের বিজ্ঞানী পিটার ফ্রেটওয়েল। ফ্রেটওয়েল বলছেন, এই বৃদ্ধির অঙ্ক প্রায় দ্বিগুণ। পেঙ্গুইন সংখ্যায় ২৭০.০০০-৩৫০.০০০-এর মধ্যে হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু এই সংখ্যা এখন ৫৯৫.০০০।

**পলা য়ন** ১৮/০৮

৮২ প্রবাল প্রজাতির অর্ধেকের বেশি হারিয়ে যাবে। হারাবে ২১০০ সনের ভেতর। এসব বলছে নোয়ার ন্যাশনাল মেরিন ফিশারিজ সার্ভিস। নোয়া মানে আমেরিকার ন্যাশনাল ওশেনিক অ্যান্ড অ্যাটমোসফেরিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন। তারা বলছে, মানুষের তৈরি মাত্রাধিক কার্বন-ডাই-অক্সাইড এর কারণ। ফলে নাকি সাগর জলে অম্লতা বাড়ছে। আর তাই নষ্ট হচ্ছে প্রবাল প্রজাতি।

**...কোনো সতর্কবার্তা নেই** ১৮/০৯

জলবায়ু বদলের বিপদ মাপতে তৈরি হয়েছিল আইপিসিসি। মানে ইন্টার-গভর্নমেন্টাল প্যানেল অন ক্লাইমেট কন্ট্রোল। বানিয়েছিল রাষ্ট্রপুঞ্জ ও বিশ্ব আবহাওয়া অফিস। বানানো হয়েছিল ১৯৮৬ তে। বানানো হয়েছিল বিজ্ঞানীদের নিয়ে। আইপিসিসি বলেছিল, গ্রিনহাউস গ্যাস বাড়ছে-ভূপৃষ্ঠের তাপমাত্রা বাড়ছে-জলবায়ু বদলাচ্ছে -হিমবাহ গলছে। হিমবাহ গললে সমুদ্রতল বাড়বে—জনপদ ভাসবে, তাপপ্রবাহ-বন্যা-ঝড়-দাবানল-মৃত্যু সবই বাড়বে। আর এইসবের জন্য মানুষ দায়ী।

অন্যদিকে এর পাল্টা তৈরি হয়েছে এনআইপিসিসি। মানে নন-গভর্নমেন্টাল প্যানেল অন ক্লাইমেট কন্ট্রোল। বানিয়েছেন বিজ্ঞানীরা। বানানো হয়েছে ২০০৭-এ। এন আইপিসিসি বলছে—মানুষের তৈরি গ্রিন হাউস গ্যাসের উষ্ণায়ন তৈরিতে তেমন দরকারি ভূমিকা নেই, তাপমাত্রা বাড়লে মানুষ ও জীবজন্তুর পক্ষে পৃথিবী আরো বেশি বাসযোগ্য হবে, কার্বন-ডাই-অক্সাইডের ঘনত্ব বাড়লে তার ফল মানুষ-উদ্ভিদ ও প্রাণীকুলের পক্ষে অনুকূল হবে। বিশদে জানতে www.sepp.org, www.co2science org. www.petttonproject.org, www.heartland.org তে খোঁজ করুন। কিংবা এই চিন্তার দেশীয় প্রসার-মঞ্চ লিবার্টি ইনস্টিটিউটের সাইট www.indefceofliberty.org বা www.challenging climate.org তে যান বা কলকাতার উৎস মানুষ পত্রের www.utsamanush.com-এ এই নিয়ে সন্ধান করুন।

**পলিব্যাগ হাওয়া- ই** ১৮/১০

হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের স্টেশন-বন্দরে প্লাস্টিক ব্যাগ নিষিদ্ধ হল। মার্কিন দেশে এই ঘটনা প্রথম। এই উদ্যোগের পেছনে আছে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা সিয়েরা ক্লাব। এই নিয়ে তারা দ্বীপজুড়ে দুবছর প্রচার চালিয়েছে।

পুনঃমুদ্রণের সময় অনুগ্রহ করে 'পরিষেবা' কথাটি উল্লেখ করবেন। মুদ্রিত লেখাটি সার্ভিস সেন্টারের ঠিকানায় পাঠান

### কালা চাঁদ ! ১৮/১১

আফ্রিকায় ভূ-জল পাওয়া গেল। ভূ-জল বলতে মাটির তলার মিষ্টিজল। এমন বড় জলাধারের বেশিরভাগ আছে মহাদেশের আলজেরিয়া, চাদ, মিশর, লিবিয়া ও সুদানে। এখানে অনেক দেশেই জলসংকট। জলাধার সেখানে স্বস্তির সন্ধান দেবে।

### বিপ্লবের সবুজ ? ১৮/১২

পাঞ্জাবে জলতল নামছে। জলতল নামায় ধানচাষ কমবে। গমের সঙ্গে ধানের ফলনেও পাঞ্জাব এগিয়েছিল। এখন পাঞ্জাব ধানের বদলে অন্য ফসল করবে। যোজনা আয়োগের সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর কথা হয়েছে। যোজনা আয়োগ পাঞ্জাবে এখন এক বিশেষজ্ঞ দল পাঠাবে। এই দলের মতের সাপেক্ষে পরের পদক্ষেপ ঠিক হবে।

### ম ধ্য প্র দে শ ১৮/১৩

মধ্যপ্রদেশের ৭ জেলার মানুষ ফ্লোরাইড মেশানো জল খাচ্ছেন। ওখানে পানীয় জলে ফ্লোরাইড নিরাপদ মাত্রা ছাড়িয়েছে। নিরাপদ মাত্রা ছিল লিটার প্রতি ১.৫ মিলিগ্রাম। এই ২৭ জেলায় আছে ৬,৭৪৬ টি পরিবার আর জলের উৎস ১১৪৬০টি, যার সিংহভাগ নলকূপ। সমস্যা সবচেয়ে তীব্র ডার ও ঝাবুয়া জেলায় আর সঙ্গে আছে আরো ১৯ টি জেলা। এই ১৯ টি জেলা হল, ভিন্দ, ছাতারপুর, চন্দওয়ারা, পাতিয়া, দেয়াস, ডার, গুনা, গোয়ালিয়র, শিবপুরি, হারদা, জবলপুর, খারগাও, মান্তসাউর, রাজপুর, সাতনা, সেওপুর ও সিধি ।

### বাঘা সিদ্ধান্ত ! ১৮/১৪

মালয়ে বাঘ কমছে। মালয়ের বাঘ এক উপপ্রজাতির। ওখানে এই বাঘের সংখ্যা এখন পাঁচশো। বাঘ কমার কারণ চোরাশিকার, বাঘ কমার কারণ খাবারে টান, বাঘ কমার কারণ চাষ বাড়া-জঙ্গল কমা। ওখানে সরকার সংকল্প করেছে। সংকল্প করেছে ২০০৯-এ। বলেছে ২০২০-এর মধ্যে ওখানে বাঘ-সংখ্যা দ্বিগুণ করবে।

### ঢেউ ১৮/১৫

উত্তরাখন্ডে ফের সরব বড় বাঁধ বিরোধী সমন্বয়। উত্তরাখন্ডে এখন নতুন মুখ্যমন্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রীর নাম বিজয় বহুগুণা। বিজয় বহুগুণা নাকি স্থগিত জলবিদ্যুৎ প্রকল্পগুলি শুরু করতে কেন্দ্রকে বলেছেন। প্রকল্পগুলি স্থগিত ছিল ক্ষোভের ফলে।

প্রতিবাদীরাও বাঁধ চাইছেন। চাইছেন ছোট বাঁধ, গ্রামবাসীর তদারকিতে। যে বাঁধ গ্রামবাসীরা যত্ন করবে—নিজের মনে করবে। যে বাঁধ গ্রামবাসীর উপকার করবে–প্রকৃতি-নদী-মানুষ কারোর ক্ষতি করবে না।

এই ক্ষোভে সামিল রুদ্রপ্রয়াগের কেদারঘাঁটি বাঁচাও সংঘর্ষ সমিতি, এলাহাবাদের আজাদি বাঁচাও আন্দোলন, আলমোড়ার উত্তরাখন্ড লোক বাহিনী, চেতনা আন্দোলন ও উত্তরাখন্ড মহিলা মঞ্চ।

### আইসিএ আর নয় ১৮/১৬

আইসিএআর বিশ্ববাজারে বীজ ব্যাবসা করবে। আইসিএআর মানে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ এগ্রিকালচারাল রিসার্চ। আইসিএআর দেশের শীর্ষ কৃষি গবেষণা সংস্থা। এই সংস্থা এই জন্য বহুজাতিকের সঙ্গে সন্ধি করতে চাইছে। তারা এই জন্য দেশের বীজভাণ্ডার বহুজাতিককে দিতে চাইছে। বহু কৃষি-সংগঠন ও দেশের কৃষককুল এর বিরুদ্ধে সরব হয়েছে। এই সিদ্ধান্তের প্রতি তীব্র অসন্তোষ জানিয়ে একযোগে তারা আইসিএআর কে স্মারকলিপি দিয়েছে।

### বিরাশি সিক্কা ১৮/১৭

গরিব দেশের অভাবের সুযোগ নিয়ে তাদের জল-জঙ্গল ধ্বংস করা হচ্ছে, গরিব দেশে বানানো হচ্ছে বিষ-বর্জ্যের পাহাড়। এইজন্য দোষী দেশ ও বহুজাতিকের সাজা হবে। এই সাজা দেবে ওমবাডসপার্সন বা তত্ত্বাবধায়ক। দেশে দেশে এই পদ তৈরি হবে। 'রিও ২০' সম্মেলনে এইসব ঠিক হয়েছে। এই পদের প্রস্তাব এসেছিল ওয়ার্ল্ড ফিউচার কাউন্সিল থেকে। ওয়ার্ল্ড ফিউচার কাউন্সিল হল ,পাঁচ মহাদেশের শিক্ষক-শিল্পী-ব্যবসায়ী- সমাজকর্মী ও সরকারি প্রতিনিধিদের তৈরি এক অধিকার মঞ্চ।



পুনঃমুদ্রণের সময় অনুগ্রহ করে 'পরিষেবা' কথাটি উল্লেখ করবেন। মুদ্রিত লেখাটি সার্ভিস সেন্টারের ঠিকানায় পাঠান

**৯কার** ১৮/১৮

কালো চা স্বাস্থ্য ভালো রাখে। কফি রাখেনা। কফি স্বাস্থ্যের ক্ষতি করে। কফিতে ক্যাফেইন অতি মাত্রায়। কিন্তু কালো চা-এ ক্যাফিন সামান্য। এসব বেরিয়েছে এ বছরের ২৪ জুন-এর টাইমস অফ ইন্ডিয়ায়। লিখেছেন সিমি কুরিয়াকোস।

**????** ১৮/১৯

বিষমুক্ত খাবারের পক্ষে পরিক্রমা। পরিক্রমা কলকাতায়। পরিক্রমা উত্তর-দক্ষিণ ও মধ্য কলকাতায়। পরিক্রমার তারিখ ২৭-২৮ জুন ২০১২। অংশ নিয়েছিল ডিআরসিএসসি, গ্রিন পিস, কাটস।

এই নিয়ে পদযাত্রা হয়, পথসভা হয়, লিফলেট বিলি হয়। প্রচার হয় চাষজমিতে অননুমোদিত কীটনাশকের ব্যবহার নিয়ে, বিষ খাবারে বিপদ নিয়ে। পরিক্রমা সোচ্চার হয় জিনশস্যের বিপক্ষে। দাবি ছিল সরকারি পদক্ষেপের, দাবি ছিল কীটনাশক নিষিদ্ধের। দেশজুড়ে এই কর্মকাণ্ড চলছে। এই কর্মকাণ্ডের আহ্বায়ক অ্যালায়েন্স ফর সাসটেনেবল অ্যান্ড হলিস্টিক অ্যাগ্রিকালচার।

---

## প্রকাশিত হয়েছে

ঘরোয়া মুরগি চাষে আয়

গৃহপালিত পশুপাখি থেকে সংসারে আয় বাড়তে পারে। তবে, তা কাজে লাগাতে জানতে হবে। জানতে হবে, আয়ের জন্য কোন্ প্রাণীকে বাছব, প্রাণীপালনের নিয়ম কী, ব্যাবসা কেমনভাবে করব, উৎপাদন খরচ কমানো যাবে কীভাবে ইত্যাদি। আমরা এসব শেখাব, প্রশিক্ষণ দেব। মুরগি পালনের এই বই সেই প্রশিক্ষণ কার্যক্রমেরই অংশ। আশা করি সকলের কাজে আসবে।

সাইজ (৫"x ৭") সাইজে ১৪ পয়েন্টে হোয়াইট প্রিন্টে ছাপা, পাতা সংখ্যা ১৬, মূল্য : ১৫ টাকা, প্রথম সংস্করণ : জুলাই ২০১২

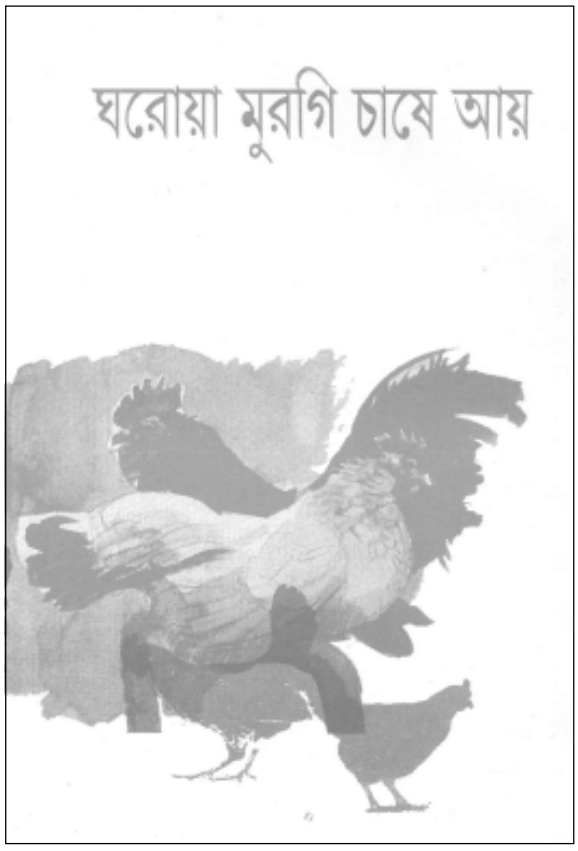


যোগাযোগ ।। ডি আর সি এস সি
১৮বি গড়িয়াহাট রোড (সাউথ) ।। কলকাতা ৭০০ ০৩১ || ২৪৭৩৪৩৬৪।। ২৪৪২৭৩১১ ।। ৯৪৩৩৫১১১৩৪
drcsc.ind@gmail.com || drcsc@vsnl.com

**সংবাদ সংগ্রহ ও প্রচারে সার্ভিস সেন্টার,** ৫৮এ, ধর্মতলা রোড, বোসপুকুর, কসবা, কলকাতা-৭০০ ০৪২, ফোন ২৪৪২৭৩১১, ২৪৪১১৬৪৬, গ্রাহক চাঁদা বার্ষিক-৫০ টাকা (সডাক)
সহযোগী সম্পাদনা ও হরফ বিন্যাস - শিপ্রা দাস, রূপায়ণ - অভিজিত দাস
সম্পাদক - সুব্রত কুন্ডু